সাম্প্রতিক তাত্ত্বিকের শেষদিকে এই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে Structuralism বা অবয়ববাদ, যাদের সময়ে ফুসফিলস, ফ্রয়েড, ট্রটস্কি এইভাবে সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করেন, এঁরা মূলত তাত্ত্বিকগোষ্ঠী, কিন্তু সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এদের চিন্তাধারা, দৃষ্টি, সমাজতত্ত্ব এমনকি সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের ওপরে অবয়ববাদীদের প্রভাব পড়ে, অবয়ববাদীরা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্ক্সিয়ান ক্রিটিক, লেভি-স্ট্রস, ফ্রয়েড, প্রেইলাকান, লেকান প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা এসেছিলেন, ফুকো, বার্থেস, ক্রিস্তেভা, দ্যুরিদা প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা অবয়ববাদীদের পরবর্তী। এঁরা সকলেই সমাজের কেন্দ্র অবয়ববাদীদের কেন্দ্র সমাজ-কাঠামো অনুসন্ধান করেছিলেন, এদের সঙ্গে ঐক্য নির্দিষ্ট সমাজের সামাজিক বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিয়েছে, এদের এই অবয়বের গতি এবং ভাষাতত্ত্বের গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে গেছে। উত্তরবর্তীদের কেননা একটি নির্দিষ্ট ঢাকনার আওতায় এনে ফেলা যায় না, অবয়ববাদীদের কোনো চিন্তাই ঢাকনা নয়, তিনিই একটি নির্মাণ ক্রিয়াশীল সচেতনতা সাংস্কৃতিকতার অনুকরণ হয়ে, তাঁদের কাজের প্রধান লক্ষ্য লেখকের প্রাধান্য খর্ব হয়েছিল, কারণ লেখকের থেকেও তাঁদের কাছে ভাষা ও সংস্কৃতি বড় হয়ে উঠেছিল। এই অবয়ববাদ লেখকের গুরুত্ব স্বীকারের অস্বীকার করে, তাঁরা বার্থ লেখকের মৃত্যু ঘোষণা করেন (The Death of the author), এঁরা আগেই বলেছি কিন্তুটা লেখকের বিরোধিতা, তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছের বিশ্লেষণ নয়, অবয়ববাদ এই বিশ্লেষণটিকে বিশেষ করে তুলে, 'writers cannot use writing to "express" themselves, but only to draw upon that immense dictionary of language and culture which is always already written. একজন লেখক সমাজের লেখক নয়, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন অন্যকারো লিখিত ভাষার ভিত্তি পুনর্বিন্যাস ঘটান মাত্র, আর এই পুনর্বিন্যাস ঘটানোর প্রক্রিয়াকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন ভাষা-র লেখিনাত্ত, তাঁর মতে, প্রত্যেক ঘটনা ঘটে আগের ঘটনা থেকে, লেখক সমাজের প্রচলিত ভাষার, কলাকৌশল ও সাংস্কৃতিক কোডগুলির পুনর্বিন্যাস করেন মাত্র, তাই লেখক নয়, ভাষাই সৃজনশীল, কাজেই লেখক মৃত। এভাবে [illegible] কোনো সূত্রের ভূমিকা নেই.

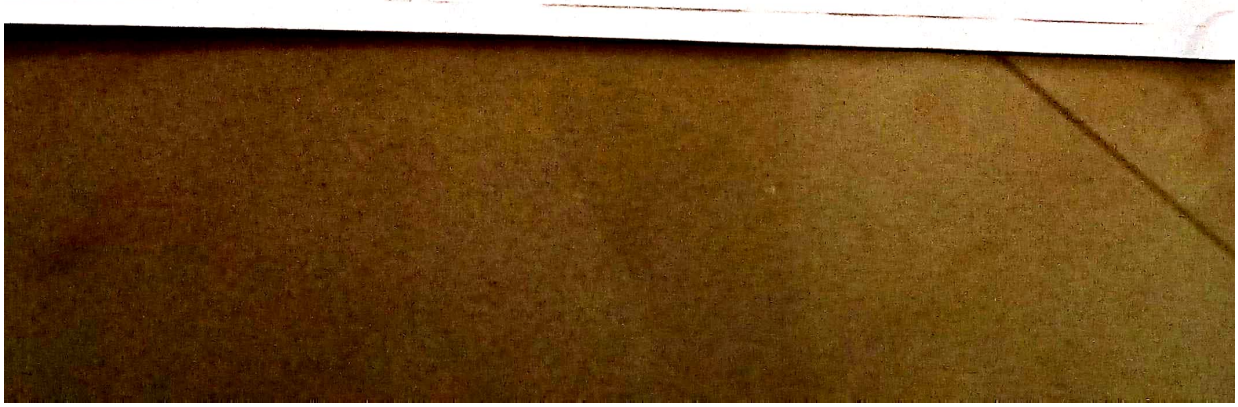

Scanned with CamScanner

বার্ত কেবল লেখকের মৃত্যু ঘটিয়েই সন্তুষ্ট হলেন এমন নয়, আরও এগিয়ে বললেন পাঠকই রচনাটি নিজের মতো করে পাঠ করেন, যে ভাবনা ক্রমে আমাদের চিন্তাবিশ্বকে ঠেলে দিল উত্তর-অবয়ববাদে (Post-Structuralism), রচনার সামগ্রিক মূল্যায়নে অবয়ববাদ পাঠপদ্ধতি-reading, সাহিত্য সমালোচনা (criticism), কাব্যতত্ত্ব (poetics) এই তিনের পার্থক্যকে নতুনভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন: এখানেও স্মরণযোগ্য বার্তের Critique et-vértité (1966) রচনা। একটি রচনা পাঠে পাঠকের যে অনুভূতি, তার প্রকাশই হল সমালোচকের প্রধান কাজ, বার্ত তাঁর এই রচনায় বলেছেন, পাঠ আর সমালোচনা পদ্ধতি reading আর criticism এক জিনিস নয়। পাঠ এক নিরন্তর প্রক্রিয়া, পাঠক পড়েন, পড়েন, বার বার পড়েন, এই সব পাঠ তাকে ভেতর দিয়ে নিজেকে তৈরি করেন, তবু পাঠের এই পদ্ধতি যেহেতু ভাষার এক স্তর থেকে আর এক স্তরে আদান-প্রদানেই তা সীমাবদ্ধ, কিন্তু সমালোচক রচনা থেকে এক নিরপেক্ষ দূরত্ব অবলম্বন করেন। তিনি পাঠকের মত নয়, প্রত্যক্ষভাবে রচনার অর্থ নির্ণয় করেন।

বার্ত মনে করেন, কোনো রচনাই কেবলমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট অর্থের প্রতিফলন নয়, আসলে তা নানা অর্থের বিস্তার, রচনার কোনো একক অর্থ লেখক নির্ধারণ করতে পারেন না, তাই লেখক মূল্যহীন। রচনার অর্থের বিস্তারের এই বিকেন্দ্রীকরণ উত্তর অবয়ববাদী লাকাঁ ও দেরিদাকে নতুন ভাবনার দিগন্ত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, অ্যাবরামস বলেছেন, 'If words only had one (dictionary) meaning, there would be no literature. Literature is based on the very plurality of meanings.'

উত্তর-অবয়ববাদ বার্তের S/Z রচনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল। চিহ্ন সংক্রান্ত ভাবনার দিক থেকে, সোস্যুরের মতবাদ বলে ভাষা হল চিহ্নের বিন্যাস, আর সেই চিহ্ন হল কোনো বিষয়ের দ্যোতক ও দ্যোতিতের সুনির্দিষ্ট অথচ স্বেচ্ছাচারী সম্পর্ক, এখানে দ্যোতকের কোনো অর্থ নেই। অন্য দ্যোতকের সঙ্গে পরস্পরের মেলামেশা ও বিপরীততার মধ্যে উঠে অর্থ, অর্থাৎ দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্ক স্বেচ্ছিক। তাই এই ambiguity র জন্য কোনো দ্যোতক প্রচলিত দ্যোতিতকে ছাড়িয়ে অন্য কোন দ্যোতিতের দিকে অর্থকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন 'ভাঁড়' শব্দটি মাটির তৈরি পাত্র বিশেষ, আবার অন্য বাক্যের ক্ষেত্রে ভাঁড় অর্থ কোনো মানুষ সম্পর্কে হেয় অর্থে ব্যঙ্গার্থক শব্দ হতে পারে। যেমন: 'সেই সব লেঁপো কবি — পাড়াগাঁর ভাঁড় —